ত্রয়োদশ বিশ্ব শিক্ষক সম্মেলন।। সংহতি ও সংগ্রামের বলিষ্ঠ ঘোষণা

2.10.85

হেনা দাস

(গত সংখ্যার পর)

ইসরাইলী শাসক গোষ্ঠির বর্বরতম আগ্রাসী নীতি ও হামলার বিরুদ্ধে অবিরাম লড়ছেন বীর প্যালেস্টাইনী শিক্ষক ও জনগণ। নিকারাগুয়ার বিজয়ী জনগণ ও বিপ্লবী সরকার যখন জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষার মৌলিক চাহিদাপূরণে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিচ্ছেন, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছেন তখন তাদের সাফল্যকে নস্যাৎ করার জন্য চলছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ আগ্রাসী হস্তক্ষেপ ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা-- যে সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছে এ পর্যন্ত দু'হাজার শিক্ষকসহ আট হাজারের বেশী নিকারাগুয়ান। সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিকারাগুয়ার শিক্ষক ও জনগণ মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্ত সংগ্রামীর প্রতি সম্মেলনের প্রস্তাবে সংহতি ও একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করা হয় এবং তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার আহবান জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে হাজার হাজার লোক নিহত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে। একটি বিশেষ প্রস্তাবে নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ করা হয় এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য প্রদানের আহবান জানানো হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি দেশের একাধিক প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা হয়েছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও খোলামেলা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যা তুলে ধরেন, তাদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন, দলিলের ওপর স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধনী পেশ করেন। প্রত্যেকের বক্তব্যই ছিল সম্মেলনের মূল বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শিক্ষা সমস্যা ও শিক্ষকদের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণ, ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীসহ শিক্ষক নেতাদের গ্রেপ্তার ও নির্যাতন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরেন, পাশাপাশি শিক্ষকদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতাও তারা বর্ণনা করেন। সম্মেলনের মূল বক্তব্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তারা আন্তর্জাতিক সংহতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতিনিধিরা শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রার বিষয় বর্ণনা করে বলেন--তাদের দেশে শিক্ষক বা বিজ্ঞান কর্মীদের সংগঠন, অন্যান্য ট্রেডইউনিয়নের মতই পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ভোগ করেন এবং রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষকরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের পারমাণবিক যুদ্ধের পাঁয়তারায় ও মহাশূন্যে তারকা যুদ্ধের পরিকল্পনায় তারা আজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাই তারা বিশ্বের সমস্ত শান্তিকামী মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তির জন্য, মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, দেশে দেশে নির্যাতিত শিক্ষক ও জনগণের সংগ্রামের প্রতি, জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি তারা তাদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন। সমস্ত প্রতিনিধিদের বক্তব্যের মাধ্যমে যেনো গোটা বিশ্বের চেহারা একটি পূর্ণাঙ্গ অখণ্ড ছবিতে পরিণত হয়েছিল। সম্মেলন মঞ্চে একের পর এক প্রতিনিধির ভাষণে আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংহতি, শ্রমজীবী মানুষের সাথে শিক্ষকদের একাত্মতা ও ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের যে দৃঢ় সংকল্প উচ্চারিত হয়েছিল তা সম্মেলন কক্ষে সৃষ্টি করেছিল অনন্য সাধারণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা। সম্মেলনের শেষ দিনে বিপুল করতালির মধ্যেও সবগুলো দলিল অনুমোদিত হয়েছিল।

সম্মেলন উপলক্ষে দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। ২৫শে মে সন্ধ্যায় বুলগেরিয়ান শিক্ষক ইউনিয়নের ৮০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সম্মেলনের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বুলগেরিয়ার প্রবীণ নবীন শিক্ষক শিক্ষিকারা। উৎসবের আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠান শুরু হয়। 'ফিজে'র প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দকে বুলগেরীয় শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে উক্ত সংবর্ধনা জানানো হয়। ভাষণ দিতে গিয়ে বুলগেরিয়ার শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ৮০ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করেন, বিশেষ করে ৪০ বছর আগে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও চূড়ান্ত বিজয়ে শিক্ষকদের সাহসী ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক বুলগেরিয়ার নতুন মানুষকে সুশিক্ষিত করার কাজে শিক্ষকদের নিরলস প্রয়াসের কথা বর্ণনা করেন। 'ফিজে'র পক্ষ থেকে বুলগেরিয়ার সংগ্রামী শিক্ষকদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিশু কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের আয়োজিত অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশেষ অধিবেশনটি শেষ হয়। অধিবেশনটি প্রতিনিধিদের কাছে অত্যন্ত তৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল এ কারণে যে, ঐ দেশের শিক্ষকদের সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণের অপূর্ব সুযোগ ঘটেছিল এই অধিবেশনে। তাছাড়া বুলগেরিয়ার বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েও তাদের উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সান্নিধ্য লাভ করে প্রতিনিধিরা হয়েছিলেন গভীরভাবে অভিভূত।

২৮শে মে সন্ধ্যায় ফ্যাসীবাদ ও জাপানী সমরবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অধিবেশনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দু'জন প্রবীণ বুলগেরীয় জেনারেল যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উপস্থিত ছিলেন আর একজন বৃদ্ধা মহিলা যার হাতে ছিল লাঠি এবং যাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে অতিকষ্টে মঞ্চে আসতে হয়। তিনিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অসীম বীরত্বের সাথে লড়েছিলেন ফ্যাসিষ্ট দস্যুদের বিরুদ্ধে। এখনও মহিলা সংগঠনের কাজে অবদান রাখছেন সাধ্যমত। এদের উপস্থিতি ও ভাষণ প্রতিনিধিদের সামনে অনুপ্রেরণার নতুন উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পৃথিবীতে আর যাতে যুদ্ধ না হয় তার জন্য নয়া ফ্যাসীবাদের অভ্যুত্থানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে, উপর অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে সকল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান সম্বলিত একটি ঘোষণা এই বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হয়। একটি চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রতিনিধিদের মধ্যে সৃষ্টি করে নতুন উদ্দীপনা ও আলোড়ন যা শান্তির জন্য তাদের সংগ্রামী প্রত্যয়কে করে দৃঢ়তর।

সম্মেলনের শেষ পর্বে দু'জন মহিলা অতিথি মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন এবং ভাষণ দেন। তারা দু'জনেই চিলির অগণিত সংগ্রামী জনতার কাতারে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিষ্ট পিনোচেট সরকারের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের দুজনেরই স্বামী ছিলেন শিক্ষক। সম্প্রতি স্বৈরাচারী পিনোচেট সরকারের জল্লাদ বাহিনীর হাতে তারা ধরা পড়েন, নিখোঁজ হন, পরে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। স্বামীকে হারানোর তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনাকে বুকে চেপে তারা লড়ে যাচ্ছেন ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, ঘাতক স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাতের জন্য। দৃঢ়প্রত্যয় উচ্চারিত তাদের অগ্নিঝরা ভাষণ প্রতিনিধিদের সংগ্রামী চেতনায় নতুন জোয়ার এনে দিয়েছিল, তাদের গভীর বেদনা ও সংগ্রামী প্রত্যয়ের অনুভূতি নিয়ে প্রতিনিধিরা হয়েছিলেন নতুন করে উদ্বুদ্ধ, সাহস ও দৃঢ়তায় বলীয়ান। সম্মেলনের শুরু থেকে শেষ বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষক আন্দোলনে সাফল্যের সম্ভাবনাময় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা ও সংগ্রামের দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এবং স্বাগতিক দেশ বুলগেরিয়ার শিক্ষক ইউনিয়নের চমৎকার আতিথেয়তার স্মৃতি বহন করে প্রতিনিধিরা ফিরে গেছেন নিজ নিজ দেশে।

(শেষ)